বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন
Bangladesh Mountaineering Federation

স্থাপিত : ২০১৩ ইং

গঠনতন্ত্র : (Constitution)

BMF affiliated 2013 with the UIAA
International Mountaineering and Climbing Federation
Union International Des Associations D' Alpinisme

ধারা-১

শিরোনাম, এলাকা ও ভাষা

১। এই সংগঠনের নাম "বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন" সংক্ষেপে BMF নামে অভিহিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশের পর্বতারোহন ক্রীড়া সম্পৃক্ত সকল কর্মকাণ্ড এই ফেডারেশনের আওতাভূক্ত থাকিবে।

২। এই সংগঠনের ভাষা হইবে প্রধানত বাংলা ও ইংরেজী।

ধারা-২

সংজ্ঞা:

১. এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত "ফেডারেশন" বলিতে বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন কে বুঝাইবে।

২. গঠনতন্ত্র বলিতে বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের এই গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।

৩. বিভাগ/জেলা/সংস্থা প্রভৃতি দ্বারা প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও সংস্থাকে বুঝাইবে।

৪. "ক্লাব বা এসোসিয়েশন" বলিতে বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এর এফিলিয়েটেড সংগঠনগুলিকে বুঝাইবে।

৫. "অঞ্চল" বলিতে বি. এম. এফ কর্তৃক নির্ধারিত এলাকা বুঝাইবে।

৬. "সদস্য-সংঠন" বলিতে বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এর সঙ্গে তালিকাভূক্ত সংগঠন সমূহকে বুঝাইবে।

৭. "সাধারণ পরিষদ" বলিতে " বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ" কে বুঝাইবে।

৮. "কার্য নির্বাহী কমিটি" "বলিতে" বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন কার্যনির্বাহী কমিটি কে বুঝাইবে।

৯. "পর্বতারোহন ক্রীড়া বলিতে "UIAA" অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী (বি. এম. এফ কর্তৃক গৃহীত) পরিচালিত পবর্তারোহন ক্রীড়ার কর্মসূচিগুলোকে বুঝাইবে।

১০. বিধি, উপ-বিধি বলিতে বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন প্রণিত অথবা অনুমোদিত জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক পবর্তারোহন ক্রীড়া সংগঠন ও পরিচালনার আইন কানুনকে বুঝাইবে।

১১. UIAA, UAAA, FIAM, AMC, BOA, NSC, BSC, BKSP & INOC বলিতে International mountaineering and claimbing Federation, Union of Asia Alpine Association, Federation International Ameteur Mountaineering Club. Asia Mountaineering Confederation. Bangladesh Olympic Association, National Sports Counsil, Bangladesh sport confederation, Bangladesh Krira Shikkha prolisham & Intervationat Non olympic Committee,কে বুঝাইবে।

ধারা: ৩

পতাকা ও প্রতীক

১। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এর সাধারণ পরিষদের অনুমোদিত নিজস্ব পতাকা এবং প্রতীক থাকিবে।

২। প্রতীক কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি লাল/সবুজ/আকাশী রংয়ের পবর্তের প্রতীক থাকিবে।

৩। পতাকা নাদা জমিনের মাঝখানে পছন্দ মত রং এর মিশ্রনে সন্নিবেশীত হইবে যাহার মাপ হইবে পরিষদ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

ধারা: ৪

সদর দপ্তর

বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের সদর দপ্তর রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

ধারা:৫

উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও দায়িত্ব

১। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন UIAA কর্তৃক প্রণীত নিয়ম-কানুন সমূহ সমন্বীত ও সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২) বি. এম. এফ তাদের সমস্ত কার্যক্রম নিজস্ব সিদ্ধান্ত মতে পরিচালিত করবে। এ ক্ষেত্রে কোন সরকার হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে না। BMF সকল প্রকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থিক খবরদারী মুক্ত পরিবেশে পরিচালিত হইবে।

৩। সারা বাংলাদেশ ব্যাপী এ্যামেচার পবর্তারোহী ও পর্বতারোহন ক্রীড়ার প্রতিযোগীতার প্রবর্তন এবং আর্ন্তজাতিক পর্বতরোহন ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় যোগাদানের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষনদান ও কলা কৌশল গ্রহনের ব্যবস্থা করিবে।

৪। সারা বাংলাদেশব্যাপী অভিযান ও অভিযাত্রীদের উন্নয়ন সাধনের সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৫। বাংলাদেশ ব্যাপী পর্বত আরোহন ক্রীড়া সংগঠন/ক্লাব/এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকল প্রকার সহযোগিতা করা এবং এ উদ্দেশ্যে আইন কানুনের ধারা এবং উপধারা প্রর্বত ও চালু করিবে।

৫। আন্তর্জাতিক পবর্তারোহন ক্রীড়া প্রতিযোগতা কর্মসুচিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগী বাছাই এবং তাদের বিদেশে প্রেরণ এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পবর্তারোহন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে চালু করণ ও এ বিষয়ে যাবতীয় আইন কানুন প্রবর্তন ও চালু করনে ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

৭। প্রতি বছর জাতীয় পবর্তারোহন ক্রীড়ার কর্মকান্ডের প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করিবে।

৮। আন্তর্জাতিক পবর্তারোহন ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থা সমুহের সদস্য হওয়া ও উহার বাৎসরিক ফি বা চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

৯। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের আওতাভূক্ত বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয় করণ এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অভিযাত্রীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করিবে।

১০। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য আদর্শ সনোন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

১১। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

১২। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ কালীন সময়ে অন্তত দুইটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ধারা: ৬

এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহ

১। জেলা ক্রীড়া বোর্ড ও সংস্থা সমূহ
২। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BKSP)
৩। বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংগঠন ও ক্লাব সমূহ
৪। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড
৫। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড
৬। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড
৭। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ক্রীড়া সংস্থা সমূহ
৮। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
৯। বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
১০। বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
১১। বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
১২। বাংলাদেশটেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন ক্রীড়া সংস্থা
১৩। বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন ক্রীড়া সংস্থা
১৪। বাংলাদেশ কাস্টমস্ ক্রীড়া সংস্থা
১৫। বাংলাদেশ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা
১৬। BMF কর্তৃক স্বীকৃত এ্যাডভেন্সার ক্লাব, একাডেমী ও এসোসিয়েশন সমূহ।

ধারা: ৭

সংগঠন :

(১) সাধারণ পরিষদ
(২) কার্যনির্বাহী কমিটি

ধারা:৮

চীফপেট্রন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী BMF এর চীফ পেট্রন হইবেন।

ধারা: ৯

সাধারণ পরিষদ গঠন :

সাধারণ পরিষদ সর্বচ্চো পরিষদ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং এই পরিষদের সদস্যগণ কাউন্সিলর হিসাবে গণ্য হইবেন। নিম্নবর্ণিতভাবে বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এর সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে:

১। ধারা- ৬ এ বর্ণিত (১ হতে ১৬) সংস্থা গুলো হইতে ৪ বৎসর জাতীয় অভিযান প্রতিযোগীতার মধ্যে কমপক্ষে ২ বৎসর অংশগ্রহন সাপেক্ষে একজন প্রতিনিধি কোন কারণ বশতঃ বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এর পক্ষে ৪ বৎসরের মধ্যে পবর্তারোহন ক্রীড়া বা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা সম্ভব না হইলে সেই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসরের অভিযান ক্রীড়া বা কর্মসূচিতে অংশগ্রহনের প্রমানাদি সাপেক্ষে একজন প্রতিনিধি।

২। ক্রীড়া সংগঠন/পর্বতারোহী ব্যক্তিত্ব/স্পন্সর/আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত বা সুনাম অর্জনকারীদের মধ্য হইতে ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং চীফ পেট্রন কর্তৃক প্রেরিত।

৩। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এর নির্বাচিত সর্বশেষ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে পরবর্তী নির্বাচনে কাউন্সিলর হইবেন।

৪। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি হইবেন।

৫। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত ধারা ৬-১৬ এ বর্ণিত ক্লাব বা সংস্থা সমূহের মধ্যে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত আয়োজনের শীর্ষে অবস্থানকারী দশটি সংগঠনের একজন করে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

৬। ওয়ার্ল্ড, এশিয়া কনফেডারেশন, অলিম্পিক ও নন অলিম্পিক কমিটিতে বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি থাকিলে তিনি বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এর সাধারণ পরিষদের সদস্য (কাউন্সিল) হইবেন।

৭। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন এ চাকুরীরত কোন ব্যক্তি কোন পবর্তারোহী কাউন্সিলর হওয়ার যোগ্য নয়।

ধারা– ১০

সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম ও ক্ষমতা

১. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের গঠতন্ত্রের সংশোধন। (প্রয়োজনে)

২. সাধারন সম্পাদকের প্রতিবেদন নিশ্চিত করন।

৩. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের কেষাধ্যক্ষ কতৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রের্পোট ও হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুমোদন করা।

৪. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের হিসাব সঠিক ভাবে পরিক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য অডিট কোম্পানী নিয়োগ করা।

৫. কার্মনিবাহী কমিটি কতৃক যে কোন সদস্য বা সংস্থার বরখাস্ত বা সাময়িক স্থগিত করনে আপত্তির শুনানীর আয়োজন করা ও উক্ত বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৬. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের কার্মনিবাহী কমিটি গঠন করা।

৭. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন পবর্তারোহন ক্রীড়া বিষয়ে জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক কোন অভিযোগ প্রাপ্তি হলে তা দেশের সুনাম রক্ষার স্বার্থে সু-সমাধানের লক্ষ্য কার্যকর ভূমিকা বা যৌক্তিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সুসমাধান গ্রহণ করা।

৮. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন সাধারণ পরিষদ সভার ৩০ দিন পূর্বে নর্টিশ প্রদান করা।

৯. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের অনুমোদন ক্রমে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক পবর্তারোহন ক্রীড়ার গ্রহণ যোগ্যতা প্রদান করা।

১০. গঠনতন্ত্রে কোন সংশোধনী থাকিলে, সাধারন পরিষদের সভার কম পক্ষে ২১ দিন পূর্বে সংশোধনী নোটিশ প্রদান করা।

১১. যে কোন সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম পূরণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২. যদি সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হয় তবে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে পরবর্তী সভা আহ্বান করা যাইবে। উক্ত সভা বা যে কোনমূলতবী সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবেনা।

ধারা–১১

কার্যনিবার্হী কমিটির সদস্য সংখ্যা মেয়াদ কাল, কার্যক্রম এবং ক্ষমতা:

১. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের কার্যনিবাহী কমিটি ২৩ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নে উল্লেখিত ভাবে গঠিত হইবে। কমিটির মেয়াদ কাল হইবে ৪ (চার) বৎসর।

২. নির্বাচনের ১৫ দিনের মধ্যে প্রাক্তন কমিটি নতুন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্থান্তর করিবেন। অন্যথায় ১৬ তম দিন হইতে নতুন কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলে গণ্য করিবেন।

৩. কার্যনিবাহী কমিটি প্রায়োজননানুসারে সংখ্যা গরিষ্ঠে মতের মূল্যায়নের মাধ্যমে সাব-কমিটি গঠন করিবেন এবং প্রয়োজন শেষে তাহা বিলুপ্ত করিবেন।

৪. কম পক্ষে ৩ মাস অন্তর কার্যনিবার্হী কমিটির সভা আহ্বান করিবেন।

৫. সাধারণ সভার আয়োজন করিবেন।

৬. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের সাংবিধানিক ধারা, উপধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে সেই বিষয়ে সিদ্ধন্ত প্রদান করিবেন।

৭. কার্যনির্বাহী কমিটির সভার নোটিশ ৭ দিন পূর্বে প্রদান করিবে।

৮. নির্বাচনে কোন পদে একাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হইলে তাহাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে–

১	সভাপতি	.....	০১ (এক) জন (নির্বাচিত /বাছাইকৃত)
২.	সহ সভাপতি	.....	০৫ (পাঁচ) জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	.....	০১ (এক) জন
৪.	যুগ্মসাধারণ সম্পাদক	.....	০২ (দুই) জন
৫.	কোষাধ্যক্ষ	.....	০১ (এক) জন
৬.	সদস্য	.....	১২ (বার) জন
৭.	সদস্য	.....	০১ (এক) জন (চীফ পেট্রন কতৃক বাছাইকৃত)

মোট: ২৩ (তেইশ) জন।

ধারা–১২

কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব:

ক. সভাপতি:

১. তিনি বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের প্রধান হিসাবে দায়ীত্ব পালন করিবেন।

২. সভাপতি বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি বা সহ-সভাপতি বৃন্দের অনুপস্থীতিতে যে কোন একজন সদস্য আলোচনা সাপেক্ষে সভাপতিত্ব করিবেন। সভায় কোন বিসয়ে সমান সমান ভোট হইলে সভাপতি কাস্টিং ভোট দিয়া বিষয়টি গ্রহণ যোগ্য নিস্পত্তির উদ্দোগ গ্রহণ করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সভা করা সম্ভব না হইলে কোন জরুরী বিষয়ে প্রয়োজন হইলে সভাপতি সিদ্ধান্ত দিতে পারিবেন। তবে তিনি সাধারণ সম্পাদকে উহা পরবর্তী কার্যনিবাহী কমিটির সভায় অনুমোদন করিয়া লইবার জন্য নিদের্শ দিবেন। সভাপতির ঐরূপ যে কোন জরুরী কার্যে কার্যনির্বাহী কমিটির মতানৈক্য হইলে সাধারণ পরিষদের জরুরী সভা ডাকিয়া উহার নিস্পত্তি

খ. সহ-সভাপতি:

সহ-সভাপতিগণ তাদের উপর সভাপতি বা কার্যনিবার্হী কমিটি দ্বারা অপির্ত দায়ীত্ব পালন করিবেন।

গ. সাধারণ সম্পাদক:

১. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দ্বায়ীত্ব পালন করিবেন এবং দেশে বিদেশে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

২. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনিবার্হী কমিটির সভা আহ্বান করিবেন।

৩. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের সকল সম্পতি রক্ষনাবেক্ষণ করিবেন এবং কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

৪. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি প্রদত্ত অন্য যে কোন তিনি নিস্পত্তি ও সামাধা করিবেন।

৫. জরুরী খরচ সংকুলনের / নির্বাহের জন্য কিছু ইমপ্রেষ্ট মানি বা নগদ অর্থ রাখিবেন।

৬. তিনি বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের যুগ্ম-সম্পদকদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করিবেন।

ঘ. যুগ্ম-সম্পাদক:

সাধারণ সম্পাদক কতৃক প্রদত্ত দায়িত্ব সমূহ পালন করিবেন।

ঙ. কোষধ্যক্ষ:

১. কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের পক্ষে সকল আর্থিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

২. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের আয়-ব্যায়ের নিয়মানুযায়ী রশিদ এবং যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

৩. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের যাবতীয় আয়-ব্যায়ের হিসাব নিকাশ তৈরী করিয়া নিরীক্ষার (অডিট) ব্যবস্থা করিবেন। এবং উহা বার্ষিক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন এবং সংরক্ষণ করিবেন।

৪. তিনি বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করিয়া বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা বার্ষিক সভায় অণুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

চ. সদস্য:

সাধারণ সম্পাদক/কার্যনির্বাহী কমিটি কতৃক প্রদত্ত দায়ীত্ব পালন করিবেন।

ধারা–১৩

নির্বাচন:

১. চীফ পেট্রনের পরামর্শ ক্রমে বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। এই কমিশন নির্বাচনবিধি মালা প্রণয়ন, ভোটার তালিকা চুরান্তকরণ সহ নির্বাচনের সকল কার্যাদি সম্পাদক পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন।

২. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের গঠন তন্ত্রে অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যাহাই বর্নিত থাকুক না কেন, কোন কারণে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচন সম্পন্ন করা না গেলে, নির্বাচন কমিশন নিজক্ষমতা বলে নির্দিষ্ট কোন স্থানে ভোটারদের আহবান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন

ধারা-১৪

কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিলঃ

১. সেচ্ছায় ইস্তেফা গ্রহন

২. মৃত্যু হলে

৩. বরখাস্ত প্রদান

৪. শারীরিক অসুস্থতা বা মস্তিস্ক বিকৃত জনিত কারনে অপারগতায়।

৫. ৬ (ছয়) মাসের অধিকাল বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের বিনা অনুমতিক্রমে বাংলাদেশের বাহিরে থাকা এবং উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে কার্যনির্বাহী সভা হইতে পরপর ৩(তিন) বার অনুপস্থিত থাকিলে সাধারণ সম্পাদক নোটিশ দিয়া অবহিত করিবেন, নোটিশ ইসুর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এর উপযুক্ত কৈফিয়ত পাওয়া না গেলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে।

৬. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য পদ উপরোক্ত কারণে শূন্য ও বাতিল হইলে, কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের অনধিক কাল থাকিলে নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা যাইবে এবং ৬ (ছয়) মাসের অনধিক হইলে সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় কো-অপট করিয়া শূন্য পদ পূরণ করা যাইবে।

ধারা-১৫

হিসাব পরিচালণা ও অর্থ বছরঃ

১. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের আর্থিক হিসাব ১ জুলাই হইতে পরবর্তী ৩০ জুন পর্যন্ত সময় কে বুঝাইবে।

২. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের যাবতীয় অর্থ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উক্তহিসাব সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যুক্ত-স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। দুই জনের একজন অনুপস্থিত থাকিলে সভাপতি স্বাক্ষর করিবেন। (কোষাধ্যক্ষের সহিত সাধারণ সম্পাদক অথবা সভাপতি)

ধারা-১৬

বাৎসরিক চাঁদাঃ

১. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কতৃক সময় উপযোগী হারে ধার্যকৃত চাঁদা বা এফিলিয়েশন ফি নির্ধারণ করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফি বা চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে।

২. উপরোক্ত ৬ নং ধারায় বর্ণিত এফিলিয়েটেড সংগঠন গুলির কোন বকেয়া থাকিলে তাহা পরিশোধ করিয়া পরবর্তী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিবে।

ধারা-১৭

কল্যাণ তহবিলঃ

বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের বাৎসরিক আয় হইতে কার্যনিবাহী কমিটির অনুমোদন ক্রমে কিছু অর্থ দ্বারা একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করিবে। সেই তহবিল দেশের জরুরী কোন প্রয়োজন বা সামাজিক কোন কাজে ব্যায় করা হবে। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের নিরর্বাহী কমিটি দ্বারা এই তহবিল